আসছে ডাক্তারকাকু

এবার আদর্শবাদী ডাক্তারের চরিত্রে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

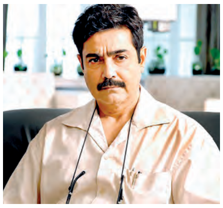

বিনোদনের প্রতিবেদন: অবশেষে মুক্তি পেতে চলেছে পাভেল পরিচালিত ছবি ‘ডাক্তারকাকু’। ছবির মুখ্যচরিত্র ডাক্তার দিলীপ সাহার ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। আদর্শবাদী এই চিকিৎসকের কাছে ডাক্তারি শুধুমাত্র পেশা নয়, এক অঙ্গীকার। রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা, পরিবারের প্রতি ভালবাসা ও নীতিবোধ— এই তিনটিকে ভারসাম্য করে কাটিয়েছেন ডাক্তারকাকু। ডাক্তারের বাড়িতে ছেলে পুস্কিনের সঙ্গে একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে অনাথ পচা-ও। রক্তের সম্পর্ক না হলেও পুস্কিন ও পচার সম্পর্ক হয়ে ওঠে দুই ভাইয়ের মতো। দু’জনেরই স্বপ্ন ডাক্তার হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। পেশাগত জীবনে প্রবেশ করে পুস্কিন ও পচা বুঝতে পারে, একজন ভাল ডাক্তার হওয়া শুধু ডাক্তারি জ্ঞান বা দক্ষতা নয়, প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের জীবন ও গভীর নৈতিক দায়িত্ব। এমন সময় পুস্কিনের জীবনে আসে শীতল দামানি। প্রভাবশালী বেসরকারি হাসপাতাল গোষ্ঠীর কর্ণধার মিস্টার দামানির মেয়ে। তাদের এই যোগ ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত জীবনেও সূচনা করে নতুন অধ্যায়ের। পরবর্তীতে পুস্কিন ও পচার বন্ধুত্ব, শীতলের সঙ্গে পুস্কিনের সম্পর্ক এবং ডাক্তার দিলীপের মূল্যবোধ— সবকিছু মিলে গল্প এগিয়ে যায় এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্ঘাতের দিকে। যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তের পরিণতিও জানা যায়। এই ছবি কেবল ডাক্তারি পেশার গল্প নয়, একই সঙ্গে বাবা-ছেলের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং নিজের বিবেকের কাছে সৎ থাকারও গল্প। ছবিতে পুস্কিনের চরিত্রে ঋদ্ধি সেন, পচা চরিত্রে স্বয়ং পরিচালক পাভেল এবং শীতল চরিত্রে এনা সাহা। সম্প্রীতি প্রকাশ্যে এল ছবির ফার্স্ট লুক। ‘ডাক্তারকাকু’ মুক্তি পাবে আগামী মাসে।

এবার বাংলা ছবির পরিচালনায়

‘ব্রাউন’ সিরিজের চিত্রনাট্যকার ময়ূখ ঘোষ আসছেন পরিচালনায়

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

করিশ্মা কাপুর অভিনীত সিরিজ ‘ব্রাউন’-এর চিত্রনাট্যকার ময়ূখ ঘোষ এই শহরেরই। ময়ূখ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে চলচ্চিত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন পুনের সিম্বায়োসিসে। সেখানে মুখ্য বিষয় ছিল পরিচালনা, চিত্রনাট্য লেখা এবং এডিটিং। কলকাতার ছেলে হলেও ময়ূখের কর্মজীবন শুরু বলিউডেই। চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠার কথা বলতে গিয়ে ময়ূখ জানালেন, ‘সত্যি বলতে, আমি কখনও লেখক হওয়ার পরিকল্পনা করিনি। আমার আগ্রহ ছিল পরিচালনা এবং সম্পাদনায়। পড়াশোনার সময়ে একটি ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাই ‘পাতাল লোক’-এর রাইটার্স রুমে। সেখানে সুদীপ শর্মার তত্ত্বাবধানে কাজ করতে গিয়ে লেখালিখির প্রতি আগ্রহ। এরপর ‘হোস্টেজেস’-এর সুযোগ আসে। তখন ভারতে রাইটার্স রুম সংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সিনিয়র ও জুনিয়র লেখকদের একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সেই পরিবেশে কাজ করেই দ্রুত নিজেকে গড়ে তুলতে পেরেছি। এরপর নেটফ্লিক্স-এর জন্য ‘সিরিয়াস ম্যান’-এর চিত্রনাট্যের কাজ।’ ‘ব্রাউন’ সিরিজ প্রসঙ্গে ময়ূখ বলেন, কলকাতার পটভূমিতে সাজানো। শহরের এক প্রভাবশালী পরিবারের এক তরুণীর রহস্যময় খুন এবং তার তদন্তকে কেন্দ্র করে এই থ্রিলারের গল্প। মূলত এটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার। মূল চরিত্রে করিশ্মা কাপুর। এছাড়াও অভিনয়ে আছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেলেন, সোনি রাজদান, যিশু সেনগুপ্ত, সূর্য শর্মা এবং মেঘনা মালিক। এরপরে কি পরিচালনায়? ময়ূখের জবাব, চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি এবার পরিচালনায় অভিষেক হতে চলেছে বাংলা ছবি দিয়ে। ছবিটির সহ-প্রযোজনায় আছেন সুধীর মিশ্র স্যার। বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তৈরি ছবির নাম ‘মোকোভা’। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এক বলিউড অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর বাংলা ছবিতে প্রত্যাবর্তন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বীরভূম ও কলকাতায় শুটিংয়ের কাজ শুরু করব।

এক বিপ্লবীর ভেতরের আগুন

কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত। বিপ্লবী অনন্ত সিংহের ভেতরের আগুনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজস্ব পথে এগিয়েছে এই ছবি, যা স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে আজকের প্রজন্মকে। প্রধান ভূমিকায় জীবনের সেরা অভিনয়ে জিৎ।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

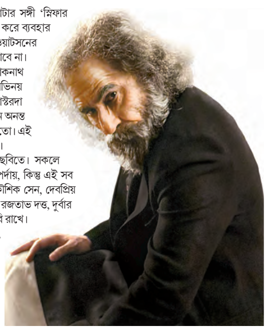

ছদ্মবেশে ‘অনন্ত সিংহ’ জিৎ।

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। আলোড়ন তোলা বাংলা ছবি। দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৮ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবির প্রযোজক ছিলেন অনন্ত সিংহ। ইনিই সেই বিপ্লবী অনন্ত সিংহ, যিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে মাস্টারদা সূর্য সেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এবং ইনিই সেই বিপ্লবী, যিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অভূতপূর্ব কৌশল ও পদ্ধতিতে ডাকাতি করে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। কেন তাঁর মতো একজন বিপ্লবী বেছে নিয়েছিলেন ডাকাতির পথ? বিচিত্র জীবন তাঁর, সংগ্রামের, প্রতিবাদের। এবং জীবন জুড়ে বিচিত্র সব পেশার সঙ্গেও যুক্ত করেছেন নিজেকে। তারই একটা রূপ প্রযোজকের, যিনি তৈরি করেছিলেন ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’। এবং তিনি নিজেই পরবর্তীকালে লিখলেন নিজের আত্মকথা, যার নাম— ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’।

এমন এক বিপ্লবীকে নিয়ে যখন আর তেমন চর্চা নেই, তখন এই শিরোনামেই মুক্তি পেল ছবি, পথিকৃৎ বসুর পরিচালনায়। এবং এই ছবির অনন্ত সিংহ হলেন জিৎ, যা তাঁর অভিনয়-জীবনের অন্যতম সেরা কাজ।

অনন্ত সিংহের আত্মকথা অবলম্বন করে এই ছবি হলেও, এখানে চিত্রনাট্যকার অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্পণ গুপ্ত তাঁদের কল্পনাকে মিশিয়েছেন নাটকীয়তার স্বার্থে। ফলে, এই ছবিকে অনন্ত সিংহের ‘বায়োপিক’ বলা যাবে না। সেজন্যেই সমসাময়িক অনেক চরিত্রের নাম বদলে গেছে। তাঁর প্রযোজিত ছবির নাম বদলে এখানে হয়েছে ‘যমালয়ে জ্যান্ত মানুষ’ এবং ‘ভানু’ নয়, ‘কানু’ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে পর্দায় এসেছেন শুভ্রজিৎ দত্ত। তথ্যচিত্রের আদলে অন্যধারার কোনও ছবি করতে চাননি পরিচালক। তাই, ইতিহাস নিয়ে ভুল-ত্রুটি ধরতে বসা অর্থহীন। একেবারেই মূলধারার একটা ছবি তৈরি করেছেন পথিকৃৎ। যেখানে অনন্ত সিংহ শুরু থেকেই ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ এবং সেই চরিত্রে জিৎ আগাগোড়া তাঁর অভিনয়ে, মনোযোগ টেনে রাখেন দর্শকদের।

কোনও দক্ষিণী ছবির নকলনবিশি নয়, বাংলার নিজস্ব গল্পকে আকর্ষণীয় ভাবে বড়পর্দায় নিয়ে এসেছেন পরিচালক এবং ‘অনন্ত সিংহ’রূপী জিৎ। এবং, ছবিতে মোক্ষম প্রশ্নটা তুলে ধরা হয়েছে অনন্ত সিংহের বক্তব্যে— যে স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম, সেই স্বাধীনতা কি আমরা পেয়েছি?

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সহযোগী বিপ্লবীর পেনশনের ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারি দপ্তরে গিয়ে অনন্ত সিংহের অভিজ্ঞতা হয়— ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়বে না। তা হলে, এখন কোন পথ বেছে নেবেন অনন্ত সিংহ? ডাকাতি? এই ছবি তার উত্তর দিয়েছে।

একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্ত সিংহের লড়াই, অন্য দিকে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ডাকাত হয়ে ব্যাঙ্ক লুঠ— একটার পর একটা ঘটনার জমজমাট চিত্রনাট্যে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ হয়ে ওঠেন জিৎ। ফ্ল্যাশব্যাকে মাস্টারদার বিপ্লবী গড়ার আখড়া খুবই আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। আর, একটার পর একটা ছদ্মবেশে বারবার চমৎকৃত করেছেন জিৎ। সোমনাথ কুণ্ডুর মেকআপে ন’টি ছদ্মবেশে পর্দায় জিৎ হাজির হয়েছেন।

এই ছবিতে জিতের পাশাপাশি ইনস্পেক্টর দুর্গাপ্রসাদ রায়ের ভূমিকায় টোটা রায়চৌধুরি দারুণ অভিনয় করেছেন। জিৎ এবং টোটার টক্কর প্রশংসনীয়। আর, টোটার সঙ্গী ‘স্নিফার ডগ’ ওয়াটসনকে খুব সুন্দর করে ব্যবহার করা হয়েছে ছবিতে। ওয়াটসনের অভিনয়কে অস্বীকার করা যাবে না। মাস্টারদার চরিত্রে লোকনাথ দে খুবই বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন। এই ছবিতে মাস্টরদা পরেও বারবার ফিরে আসেন অনন্ত সিংহের কাছে, বিবেকের মতো। এই অংশগুলো খুবই প্রশংসনীয়।

অনেক চরিত্র আছে এই ছবিতে। সকলে হয়তো বেশি সময় পাননি পর্দায়, কিন্তু এই সব চরিত্রের গুরুত্ব কম নয়। কৌশিক সেন, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভাত দাস, রজতাভ দত্ত, দুর্বার শর্মার অভিনয় উল্লেখের দাবি রাখে। চন্দন সেন, প্রিয়াঙ্কা সরকার, কাঞ্চন মল্লিক, অমিত সাহা, কৌশিক কর, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, সৃজলা গুহ স্বল্প অবকাশেই চরিত্র হয়ে উঠেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে তৈরি ‘কানু’ চরিত্রের শুভ্রজিৎ দত্ত মনে থেকে যাবেন।

সৌমিক হালদারের ক্যামেরা প্রশংসনীয়। শান্তনু মৈত্রর সঙ্গীত ছবির মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সোমনাথ কুণ্ডুর মেকআপ তো আবার কুর্নিশ আদায় করে নিয়েছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী— দুটো সময়কে ধরে একটা নির্দিষ্ট ভাবনার দিকে এগিয়েছে এই ছবি। প্রশ্ন করেছে সামাজিক ব্যবস্থাকে, দুর্নীতির চক্রকে।

এই প্রশ্নগুলো প্রাসঙ্গিক। পরিচালক পথিকৃৎ সেই অভিমুখেই নিয়ে গেছেন এই ছবিকে। এই সব প্রশ্নের মধ্যে আগুন আছে, যা পর্দা জুড়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন জিৎ, তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা অভিনয়ে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এই ছবির বক্তব্যকে এবং অনন্ত সিংহের ভেতরের আগুনে বিশ্বাস রেখেছেন জিৎ। এবং সেই বিশ্বাস ও আবেগ পৌঁছে দিয়েছেন আজকের দর্শকদের কাছে।

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট-IV-A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ফোন: ০১১-২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
শাখা অফিস : ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’-তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং ‘D’-তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং ‘C’-তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী ‘যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’ তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)-এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী-সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯-এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। **বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.**

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি-র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
NHL/SKOL/0118/477238 শাখা অফিস: সাউথ কলকাতা NHL/ KOL/ 0117/347232 শাখা অফিস: কলকাতা, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টরের মাধ্যমে: মিঃ সুদর্শন বাগড়ি, মেসার্স ট্রান্সটেক সলিউশনস প্রাঃ লিঃ, এর ডিরেক্টর মিঃ সুদর্শন বাগড়ির মাধ্যমে: মিঃ সুদর্শন বাগড়ি, মিঃ অংশুমান বাগড়ি ও জামিনদার রূপে মিঃ সুদর্শন বাগড়ি	₹ ৩,০৯,৬৫,৬৩৬.৯৭ এবং ০৯.০৭.২০২১	বাস্তবিক	নিম্নোক্ত জমি বা এর অংশবিশেষের ওপর ইটনির্মিত বহুতল বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ ফার্স্ট ফ্লোর জুড়ে থাকা সামান্য কমবেশি ৩৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত ফ্ল্যাট এবং অপর সকল কাঠামো, অংশ, বিভাগ, সুবিধা, ইউটিলিটি ইত্যাদির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: প্রেমিসেস নং ১, অ্যালেনবি রোড, বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৬ **কাঠা**, থানা- ভবানীপুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৭০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, **কলকাতা**- ৭০০০২০। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: **উত্তর**- ৪০, এলগিন রোড; **পূর্ব**- ৩ ও ৩/১, রে স্ট্রিট; **দক্ষিণ**- কারনানি ম্যানসন, ৩, অ্যালেনবি রোড; **পশ্চিম**- অ্যালেনবি রোড নামে পরিচিত সরকারি রাস্তা।	₹ ৩,৮৮,৫৩,০০০	₹ ৩৮,৮৫,৩০০	০৯.০৯.২০২৬	₹ ২,০০,০০০	০২.০৯.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	১০.০৯.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	১) শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাঃ লিঃ বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ ১৩৯/২০২২, ডিআরটি-III; (২) মহঃ আরিফ আয়াজ আনসারি বনাম শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা রিয়েলকন প্রাঃ লিঃ, টিএস ১৯৭৬/২০২৩, ৪র্থ সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন, আলিপুর; (৩) উষা বাগড়ি বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ ৫৮৮/২০২৪, ডিআরটি-III

*** তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং ‘K’-তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।** [১] আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। [২] নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং ‘K’-তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল-এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)-কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। [৩] অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(৩)-এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। **[৪] ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা- ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল-এর অনুমোদিত ব্যক্তি মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, প্রিয়াঙ্ক সিনহা, টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০ , ই-মেল: auction@pnbhousing.com অথবা www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।**

স্থান: দক্ষিণ কলকাতা, কলকাতা ; তারিখ: ২১.০৮.২০২৬

স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

যূকো বৈঁক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক

কলকাতা জোনাল অফিস
৫, এলএলআর সরণি, কলকাতা-৭০০০২০। ফোন: ০৩৩-৪৮০৯ ০৮৭৮ / ৪৮০৯ ০৮৭৯
ই-মেল: zocalcutta.rec@ucobank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ: ১১.০৯.২০২৬

ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি (বায়না জমা) দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিলামের ১ দিন আগে

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর অধীনে ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক আমাদের শাখায় থাকা লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘রিকোর্স ছাড়া’** ভিত্তিতে বিক্রির অধিকার সমেত দখল নিয়েছেন। এই বিক্রি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।

সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সম্পত্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য সংরক্ষণ মূল্য নির্ধারণ:

আমাদের ব্যাঙ্কে দায়বদ্ধ নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির সাম্প্রতিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (১ বছরের বেশি পুরনো নয়) ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট শাখার সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে সারফায়েসি ক্রিয়ার অধীনে বিক্রয় প্রক্রিয়া চালুর জন্য **১১.০৯.২০২৬** তারিখে প্রস্তাবিত নিলাম বিক্রিতে তাদের সিইসিপি-তে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির তরফে উল্লেখমতো সম্পত্তিগুলির সংরক্ষণ মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।

ক্রম নং	ক) ঋণ মঞ্জুরকারী শাখার নাম এবং ফোন নম্বর খ) অনুমোদিত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর	ক) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) জামিনদার/ প্রোপ্রাইটরের নাম ও ঠিকানা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অনাদায়ী বকেয়া	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) ই-নিলামের তারিখ ও সময়	মন্তব্য
১	ক) সোনারপুর শাখা খ) অমরেশ চন্দ্র পালই শাখা প্রধান মোবাইল: ৯৫৮৩১৩৩৪৫	ক) মেসার্স রূপকথা মেডিক্যাল হল প্রোপ্রাইটর: মিসেস অন্তরা সাধু মণ্ডল খ) জামিনদার: রাজু মণ্ডল	ক) ১১.০৬.২০২৫ খ) ২৯.০৮.২০২৫ গ) ₹১৫,৯৯,৭৮৮.৯৫	উপরিনির্মিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৪০ বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কামরাবাদ, জে এল নং ৪১, আর এস দাগ নং ৪৪৬৩, আর এস খতিয়ান নং ১৬৫৬, এল আর খতিয়ান নং ১৯৮৪৫, এল আর দাগ নং ৪৪৬৪, পোঃঅঃ এবং থানা- সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ০৮ (বর্তমানে ওয়ার্ড নং ০৯), হোল্ডিং নং ১৬২৮, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রারের অফিস- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা নং ১৪৪৪ থেকে ১৪৫৫-তে নথিভুক্ত ২০০৯ সালের দলিল নং ০৬৯৩৩ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা রাজু মণ্ডল, পিতা- গঙ্গাধর মণ্ডল-এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- অন্যের একতলা বাড়ি-সহ জমি; **দক্ষিণ**- পুরসভার ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্ব**- স্বপন দত্তের সম্পত্তি; **পশ্চিম**- রুনু দত্তের সম্পত্তি।	ক) ₹১৬,৭৭,০০০.০০ খ) ₹১,৬৮,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০ ঘ) ১১.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
২	ক) নাঙ্গি শাখা খ) স্মরণ কুমার, শাখা প্রধান মোবাইল: ৯২৩০৯৬৩৬৬৭	ক) মেসার্স সানি ট্রেডিং প্রোপ্রাইটর: মিসেস শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায় খ) জামিনদার: মিঃ অনুপ মুখোপাধ্যায়	ক) ১৪.০৬.২০২১ খ) ০১.০৯.২০২১ গ) ₹২৪,০১,২০২.৪০	দীপাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ইউনিট/ফ্ল্যাট নং- বি-৪, সেকেন্ড ফ্লোরে, পূর্ব দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৭১৪ বর্গফুট, উক্ত জি+৪ তলা ভবনের অন্তর্গত, যাতে রয়েছে দুটি শয়নকক্ষ, একটি ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দা ও একটি শৌচালয়। হোল্ডিং নং- বি১-৪, এল আর দাগ নং- ৫২১, আর এস খতিয়ান নং- ৩০৫, জে এল নং- ১৭, মৌজা- জগতলা, থানা- মহেশতলা, এডিএসআরও- বেহালা এর অধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কলকাতা- ৭০০১৪১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতী শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী অনুপ মুখোপাধ্যায়ের নামে নিবন্ধিত। **চৌহদ্দি : উত্তর**- ফ্ল্যাট নং- বি-৩; **দক্ষিণ**- অন্যান্য জমি/সীমানা; **পূর্ব**- দৌলতপুর রোড; **পশ্চিম**- ফ্ল্যাট নং- বি-১।	ক) ₹২৩,১৩,০০০.০০ খ) ₹২,৩২,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০ ঘ) ১১.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা	বাস্তবিক
৩	ক) বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড শাখা খ) মিঃ দীপক কুমার চৌরাশিয়া শাখা প্রধান মোবাইল: ৮০৫১২৮৪৯৮৯	ক) মেসার্স কোয়ালিটি ফাস্ট ফুড সেন্টার প্রোপ্রাইটর: দীনেশ চাঁদ জয়সওয়াল পিতা- প্রয়াত প্যায়ারেলাল জয়সওয়াল খ) জামিনদার: মিঃ সুরেশ চাঁদ জয়সওয়াল এবং গুলাব চাঁদ জয়সওয়াল	ক) ২৩.০৪.২০২৫ খ) ১০.০৭.২০২৫ গ) ₹৬,৪৫,৫৯৯.১০	সামান্য কমবেশি ২ কাঠা, ১ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (পূর্ব দিকে) ৪টি গাড়ি পার্কিং স্পেসের সমগ্র, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৪৮০ বর্গফুট, যার অবস্থান: প্রেমিসেস নং- ৬০/৬৯ হরিপদ দত্ত লেন, থানা- যাদবপুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং- ৯৪ এর অন্তর্গত। সি এস প্লট নং- ৪০৪, খতিয়ান নং- ২৯০, মৌজা- আরকপুর, পরগনা- খাসপুর, জে এল নং- ৩৯, তৌজি নং- ১৫, নারায়ণনগর স্কিমের স্কিম প্লট নং- ৬৯ এর সহিত সংশ্লিষ্ট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দলিল নং- ০২১৯৯/২০০৫, বুক নং-১, ভলিউম নং- ১৪৮, পৃষ্ঠা নং- ২৩৬-২৫২। উক্ত সম্পত্তি শ্রী সুরেশ চাঁদ জয়সওয়াল, শ্রী দীনেশ চাঁদ জয়সওয়াল ও শ্রী গুলাব চাঁদ জয়সওয়ালের নামে নিবন্ধিত। **চৌহদ্দি : উত্তর**- নারায়ণনগরের প্লট নং- ৭৪ ও ৭৫; **দক্ষিণ**- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্ব**- নারায়ণনগরের প্লট নং- ৬৮; **পশ্চিম**- নারায়ণনগরের প্লট নং- ৭০।	ক) ₹১২,৭৯,০০০.০০ খ) ₹১,২৮,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০ ঘ) ১১.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী

শর্ত ও নিয়মাবলি:

১. https://baanknet.com পোর্টালের মাধ্যমে ‘অনলাইন ই-নিলাম’ উপায়ে এই নিলাম বিক্রি আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডার/ ক্রেতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগেই তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে এনইএফটি-র **(https://baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর) মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। এনইএফটি ট্রান্সফার যে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যেতে পারে। চেক-এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দিলে তা গৃহীত হবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com)** দেবে ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ। ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে** আগ্রহী বিডার/ক্রেতাগণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার ই-নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শনের সুবিধা দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **https://baanknet.com**।
৬. ই-নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই-নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি BAANKNET পোর্টাল **(https://baanknet.com)** থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই-নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরের টেবিলে উল্লেখমতো সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য **১০ (দশ)** মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই-নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)-এর ওপরই বর্তাবে এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে। ই-নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই-নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com**-তে দেওয়া আছে।
১০. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায়)।
১১. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১২. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘UCO Bank’**-এর অনুকূলে **‘KOLKATA ZONAL OFFICE’**-তে প্রদেয়মতে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৩. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৪. আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মতো কনভেয়ান্স চার্জ/ফি সফল ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১৫. ই-নিলাম হতে চলা সম্পত্তিগুলির ওপর সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের চার্জ, লিয়েন, দায় বা এই ব্যাঙ্কের অজানা অন্য কোনও প্রকার বকেয়ার জন্য এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দায়বদ্ধ থাকবেন না। আগ্রহী বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলির ওপর বিধিবদ্ধ বকেয়া, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি দায় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে জেনে নেন।
১৬. প্রশাসনিক কোনও আপাতকালীন পরিস্থিতিতে ই-নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে রেজিস্টার করানো মোবাইল নম্বর কিংবা ই-মেল আইডি-তে সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা যথাক্রমে এসএমএস কিংবা ই-মেলের মাধ্যমে দরকারি তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
১৭. কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রি স্থগিত রাখা/পিছিয়ে দেওয়া/মুলতুবি রাখা/বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি উপরিলিখিত সম্পত্তি(গুলি) বিক্রিতে এই ব্যাঙ্কের তরফে কোনও প্রকার প্রতিনিধিত্ব বা দায়বদ্ধতা দর্শায় না বা দর্শায় বলেও ধরে নেওয়া যাবে না।
১৮. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। ওপরে প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
১৯. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২০. সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী বিডাররা ওপরে লেখা মোবাইল নম্বরে ইউকো ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে ১১.০৯.২০২৬ এর আগে যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে যোগাযোগ করতে পারেন।
২১. **ওপরে লেখা তারিখে উপরিলিখিত ঋণ সম্পর্কিত ও এই বিক্রি আয়োজনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের প্রতি এটি একটি ১৫ দিনের স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তি।**
২২. ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি/ পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘রিকোর্স ছাড়া’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এই নিলাম বিক্রি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরিলিখিত সম্পত্তিগুলি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেরাই স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিঃসন্দেহ হয়ে নেবেন এবং নিলামের আগে বা পরে কোনও বকেয়া প্রদানের জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. ওপরের তফসিলে সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তিতে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক এবং/বা এই ব্যাঙ্ক কোনও প্রকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।

তারিখ: **১৩.০৮.২০২৬**; স্থান: **কলকাতা**

স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস কলকাতা

রিকভারি অফিসার-২ এর কার্যালয়
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২, দিল্লি
৪ নং ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং,
পার্লামেন্ট স্ট্রিট, নতুন দিল্লি-১১০০০১
আরসি নং ৫১৬/২০১৯, তারিখ: ২৪.০৭.২০২৬
কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক
– বনাম –
মেসার্স কনকাস্ট জওয়াসা রোড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড

রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট ১৯৯৩-সহ পঠনীয় ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ২ নং তফসিলের রুল ৪৮ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ।

প্রতি,

সিডি#১ মেসার্স কনকাস্ট জওয়াসা রোড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টরদের মাধ্যমে, রুম নং ৫১১ ও ৫১২, ৫ নং ফ্লোর, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১

সিডি#২ শ্রী সঞ্জয় কুমার সুরেকা, পিতা- প্রয়াত শ্রী বিজয় শঙ্কর সুরেকা, ২৮/১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭

সিডি#৩ শ্রী চেতন কুমার জৈন, পিতা- শ্রী বিনোদ কুমার জৈন, এফ-৫৩/৭, করুণাময়ী এস্টেট, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

সিডি#৪ মেসার্স কনকাস্ট ইনফ্রাটেক লিমিটেড, এর ডিরেক্টরদের মাধ্যমে, রুম নং ৫১১ ও ৫১২, ৫ নং ফ্লোর, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১

সিডি#৫ মেসার্স কনকাস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড, এর ডিরেক্টরদের মাধ্যমে, রুম নং ৫১১ ও ৫১২, ৫ নং ফ্লোর, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১

যেহেতু আপনারা মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১, দিল্লি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত **ওএ নং ১৬২/২০১৭**-তে উল্লিখিত **আরসি নং ৫১৬/২০১৯** অনুযায়ী নির্দিষ্ট বকেয়া অর্থাঙ্ক এবং আরডিডিবি অ্যান্ড এফআই অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর ধারা ১৯(৭) অধীনে জারি করা উক্ত শংসাপত্র অনুসারে প্রদেয় সুদ ও খরচ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্দ্বারা এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, শংসাপত্রে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের জন্য নিম্নে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ক্রোক করা হল এবং পূর্বোক্ত শংসাপত্র গ্রহীতা বা ঋণগ্রহীতাকে (সার্টিফিকেট ডেটর) নিম্নস্বাক্ষরকারী পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি যে কোনও উপায়ে হস্তান্তর বা চার্জ সৃষ্টি করা থেকে এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ ও নিবৃত্ত করা হল এবং এরূপ কোনও হস্তান্তর বা চার্জের অধীনে কোনও সুবিধা গ্রহণ করা থেকেও তাঁদের এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ করা হল।

সম্পত্তিগুলির বিবরণ

(১) ‘অ্যাসপিরেশন আশীর্বাদ’ নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক পরিবর্তনশীল অংশ এবং উক্ত প্রেমিসেসের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘১বি’ [‘ফ্ল্যাট’]-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩৫/৪, সোমনাথ লাহিড়ী সরণি (আগে পরিচিত ছিল টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড নামে), মৌজা- সাহাপুর, থানা- নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৭৯, কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা [‘উক্ত প্রেমিসেস’], তৎসহ উক্ত প্রেমিসেসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১টি (একটি) আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস [‘উক্ত পার্কিং’], যার অবস্থান: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩৫/৪, সোমনাথ লাহিড়ী সরণি (আগে পরিচিত ছিল টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড নামে), মৌজা- সাহাপুর, থানা- নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৭৯, কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা [‘উক্ত প্রেমিসেস’]।

(২) ‘অ্যাসপিরেশন আশীর্বাদ’ নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক পরিবর্তনশীল অংশ এবং উক্ত প্রেমিসেসের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘১এ’ [‘ফ্ল্যাট’]-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩৫/৪, সোমনাথ লাহিড়ী সরণি (আগে পরিচিত ছিল টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড নামে), মৌজা- সাহাপুর, থানা- নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৭৯, কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা [‘উক্ত প্রেমিসেস’], তৎসহ উক্ত প্রেমিসেসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১টি (একটি) আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস [‘উক্ত পার্কিং’], যার অবস্থান: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩৫/৪, সোমনাথ লাহিড়ী সরণি (আগে পরিচিত ছিল টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড নামে), মৌজা- সাহাপুর, থানা- নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৭৯, কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা [‘উক্ত প্রেমিসেস’]।

২৪.০৭.২০২৬ তারিখে নতুন দিল্লিতে আমি স্বাক্ষর ও সিলমোহর দিলাম।

স্বাঃ- বাৎসল্য কুমার
রিকভারি অফিসার-২
ডিআরটি-২, দিল্লি

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

সিআইএন: L70101WB1939PLC009800
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৬
ফোন নং: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০
ইমেল: texinfra_cs@texmaco.in, ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

ছিয়াশিতম (৮৬তম) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**‘এমসিএ’**) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (**‘সেবি’**) কর্তৃক জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**‘আইন’**) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (**‘লিস্টিং রেগুলেশনস’**)-এর বিধানসমূহ মেনে, ৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (‘কোম্পানি’)-এর সদস্যদের ছিয়াশিতম (৮৬তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (**‘এজিএম’**) **সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩:৩০** মিনিটে (**আইএসটি**) ভিডিও কনফারেন্সিং (**‘ভিসি’**) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (**‘ওএভিএম’**)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

উপরোক্ত বিধানসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি মেনে, **৮৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২১ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে সেই সকল সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাঁদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি) / রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (**‘আরটিএ’**) / কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

এছাড়া, **কোম্পানির ৮৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস** করার জন্য একটি **ওয়েব লিঙ্ক এবং সঠিক পাথ** সহ একটি চিঠি সেই সকল সদস্যদেরও পাঠানো হচ্ছে যাঁরা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি) / আরটিএ / কোম্পানির কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি।

সদস্যরা ভিসি-এর মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের উপস্থিতিকে আইনের ১০৩ ধারার অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট যথাক্রমে **http://texinfra.in/PDF/AGM২০২৬.pdf এবং http://texinfra.in/PDF/ARP২৫-২৬.pdf**-এ উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-এ এবং মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (**‘কেফিন’**), যারা কোম্পানির আরটিএ-ও বটে, তাদের ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx**-এও উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর ২০ নম্বর নিয়মের সাথে পঠিত আইনের ১০৮ ধারার বিধানসমূহ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪৪ নম্বর রেগুলেশন মেনে, কোম্পানি এজিএম-এ পাস করার জন্য প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং (**‘ইনস্টাপোল’**)-এর সুবিধাও প্রদান করছে। ই-ভোটিং সহজতর করতে এবং ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম পরিচালনা করার জন্য কোম্পানি কেফিন-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/২০২০/২৪২ অনুযায়ী, কোম্পানি সেই সকল ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদেরও ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে যাঁরা তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট / ডিপোজিটরি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করে আছেন। এছাড়া, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা এবং ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী অ-ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা কেফিন-এর ওয়েবসাইট **https://emeetings.kfintech.com**-এ অ্যাক্সেস করে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। ই-ভোটিং সুবিধাগুলি অ্যাক্সেস করার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তির নোটগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ৯:০০টায়** শুরু হবে এবং **রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকেল ৫:০০টায়** শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। **সোমবার, ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ)** অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইক্যুইটি শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভিত্তি করে সদস্যদের ভোটাধিকার গণনা করা হবে। শুধুমাত্র সেই সকল সদস্যরাই তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন যাঁদের নাম কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলির দ্বারা পরিচালিত বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, এজিএম চলাকালীন সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে উপলব্ধ থাকবে। যে সকল সদস্য এই ধরনের নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক তাঁদের **evoting_texinfra@texmaco.in**-এ একটি ইমেল পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও, এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে এজিএম চলাকালীন তাঁকে পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

যে সকল ব্যক্তিরা বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তাঁরা **einward.ris@kfintech.com**-এ ইমেল পাঠিয়ে কেফিনের সাথে যোগাযোগ করে অথবা এজিএম বিজ্ঞপ্তির নোটগুলিতে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সদস্যদের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ই-ভোটিং এবং ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা ভিসি-তে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে, সদস্যরা টোল ফ্রি নং ১৮০০-৩০৯-৪০০১-এ কেফিন হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **evoting@kfintech.com**-এ লিখতে পারেন।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এজিএম-এর তারিখে বা তারপরে, অর্থাৎ **সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬** তারিখে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিবরণ, যদি থাকে, সহ ঘোষিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.texinfra.in, কেফিন অর্থাৎ **https://evoting.kfintech.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**-এ উপলব্ধ থাকবে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রজত অরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ আগস্ট, ২০২৬